ললিত-প্রসঙ্গ

অধ্যাপক ললিতকুমারের তিরোধানে বাঙ্গালার শিক্ষাক্ষেত্র হইতে এক জন দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইলেন,—সাহিত্যগগনের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরতরে অনন্তের ক্রোড়ে মিশাইয়া গেল! ললিত বাবুর পরলোকগমনে প্রধানতঃ এই কথা মনে হয় যে, বিগত যুগের মনীষিবৃন্দের মধ্যে যে কয় জন প্রধান চিন্তাশীল লোকশিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই অতিকায় মনীষিসম্প্রদায়ের (race of giants) প্রায় সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন; তাঁহাদের দেখিয়া আমরা আপনাদিগকে খর্ব্বকায় (pigmies) মানব ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারি না। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জলাল নাগ, সারদারঞ্জন রায় এবং কালী-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন, অধ্যাপক ললিতকুমারও এই পরলোকগত মনীষিসঙ্ঘের অনুগামী হইলেন। শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ও অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র ও জ্ঞানরঞ্জন, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রহিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁহারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারে কল্যাণসাধন করিতে থাকুন।

অধ্যাপক ললিতকুমার অতি অল্পবয়সেই এম্-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী হন। তিনি বরিশালে রাজচন্দ্র কলেজ, কুচবিহার কলেজ, বহরমপুর কলেজ, রিপণ কলেজ ও তদানীন্তন মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য

করিয়া শেষোক্ত কলেজে কার্য্য করিতে করিতেই বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় ৩১ বৎসর তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; ফলতঃ তিনি 'বঙ্গবাসীর ললিত বাবু' বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষকের স্পৃহা ও ঈর্ষ্যার বিষয়; কিন্তু ইহাও স্মরণীয় যে, ললিতকুমার যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের দান ও পূর্ব্বজন্মের সাধনার নিদর্শন। চেষ্টার ফলে প্রতিভার সাক্ষাৎকার মিলে না—প্রতিভা লইয়াই মানব জন্মগ্রহণ করে ও অধ্যবসায়ে তাহার বিকাশমাত্র ঘটে। অধ্যাপক ললিতকুমার ছাত্রবৃন্দের প্রাণস্বরূপ ছিলেন; তাঁহার ক্লাশে বক্তৃতা শুনিবার জন্য ছাত্রবৃন্দ সেই ঘণ্টার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। অন্যান্য কলেজের বহু ছাত্র তাঁহার অধ্যাপনা শুনিবার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে সমবেত হইত। ইংরাজী, সস্কৃত ও বাঙ্গালা এই তিনটি সাহিত্যে তাঁহার সমান অধিকার ছিল। সেক্‌সপীয়ারের নাটক অধ্যাপনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি কলেজে অমর কবি সেক্‌সপীয়ারের নাটকই পড়াইতেন এবং অধ্যাপনাকালে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাটকে যে স্থলে অনুরূপ ঘটনা বা ভাব পাইতেন, তাহাও বলিয়া যাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি একবার পড়াইয়া গেলে তাহার উপর নূতন কিছু জ্ঞাতব্য বা শ্রোতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকিত না। যত দিক্ হইতে বিষয়ের আলোচনা করা যায়, তাহা করিয়া তবে তিনি নিবৃত্ত হইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা অপরে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার সেক্‌সপীয়ার অধ্যাপনা অধ্যাপকের অধ্যাপনা ছিল না—প্রকৃতপক্ষে তাহা ভক্ত সমালোচকের আলোচনা ছিল। পঠনীয় বিষয়ে আন্তরিক ভক্তির জন্যই তাঁহার অধ্যাপনা এরূপ

প্রাণস্পর্শিনী হইত। তিনি স্বয়ং একজন ভাবুক রসগ্রাহী সমালোচক ছিলেন; সুতরাং তাঁহার উপদেশও সরস ও ভাবময় হইয়া উঠিত—অধ্যাপনাকালে তিনি বহুসময়ে স্থানকালপাত্র ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া পড়াইয়া যাইতেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক জানকী বাবুরও ঠিক এই ভাব ছিল। তিনিও সেক্সপীয়ার অধ্যাপনায় ললিত বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—এই দুই বাঙ্গালী অধ্যাপক সেক্সপীয়ার অধ্যাপনায় অতুলনীয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ললিত বাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রসিকতা। ললিত বাবুর ক্লাশে স্কুল-কলেজের ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্য্য ছিল না, বরং তাহা আনন্দ-হাটে পরিণত হইত। তিনি এমন সরসভাবে পড়াইতেন এবং অধ্যাপনাকালে এমন সরস মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যে, ছাত্রগণ হাসিয়া আকুল হইত। এই কারণে ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে ক্লাশে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হইত; অতি অশান্ত ও অনাবিষ্ট ছাত্রও তাঁহার ক্লাশে শান্ত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার অধ্যাপনা শ্রবণ করিত। অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার আর একটি বিশেষ নিয়ম দেখিয়াছি যে, তিনি পড়াইবার পূর্ব্বে প্রাতঃকালে বিশেষভাবে পড়িয়া আসিতেন। যে পুস্তক তিনি পড়াইতেন, তাহার উপর যত সমালোচনা, টীকা বা টিপ্পনী আছে, তাহার কোনটিই বাদ পড়িত না। প্রাতঃকালে এই কাযে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া এই সময়ে তাঁহার সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি একটু অসুবিধা বোধ করিতেন।

অধ্যাপক ললিতকুমার যে কেবল শিক্ষকের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার অপর বৈশিষ্ট্য—সাহিত্য-সাধনা। তিনি যেরূপ বিদ্যা-মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ বঙ্গবাসীর সারস্বতপীঠের একজন বিশিষ্ট পূজারী

ছিলেন। কালে হয়ত অধ্যাপক ললিতকুমারকে লোক ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু সাহিত্যিক ললিতকুমার বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে চিরকাল বিরাজ করিবেন। নট, ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, নেতা ও শিক্ষকের যশ চিরস্থায়ী নহে ; কিন্তু বাণী-মন্দিরের সেবকবৃন্দ কল্পকল্পান্ত জয় করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার প্রধান দান—সমালোচনা ও রসরচনা। তিনি বিশেষভাবে সেক্‌সপীয়ার ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। অধ্যাপনাকালে কোলরীজ, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব, ডাইডেন, ব্র্যাড্‌লী, ষ্টপফোর্ডব্রুক প্রভৃতির সমালোচনা পাঠে বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর লেখক সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলির সমালোচনার ইচ্ছা জন্মে এবং তাহার ফলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অমর গ্রন্থরাজির নিষ্পীড়িত সুধা সংগৃহীত 'কাব্যসুধা' নামক অতুলনীয় সমালোচনা-পুস্তক লাভ করিয়াছি। ললিতবাবু যে সময় 'কাব্যসুধা' প্রণয়ন করেন, সেই সময় এক শ্রেণীর সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে বিকট বিলাতী গন্ধ পাইয়া যথাতথা সাহিত্যগুরুর নিন্দা রটাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে রাহুমুক্ত করিবার জন্য ললিতকুমার তাঁহার অতুল লেখনী অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকার চারিটি চারুচিত্র নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিলাতী মনীষী সমালোচকবৃন্দ কাব্যসমালোচনায় তাঁহার আদর্শ ছিল। তিনি 'চরিত্রচিত্র-প্রদর্শনে কদাপি স্বাধীনভাব না দেখাইয়া আলোচ্য চরিত্রের ভিতর দিয়া কি ভাবে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখাইতেন। 'সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় তাঁহার 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' সাহিত্যের স্থায়িস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার শেষ সমালোচনা—কৃষ্ণকান্তের উইলের আলোচনা' ; নানা কারণে এই গ্রন্থ তিনি মনের মত করিয়া লিখিতে পারেন নাই, এ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের

একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং বঙ্কিমসমালোচকবৃন্দের মধ্যে যে তাঁহার স্থান প্রথম ও প্রধান, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবসর নাই। এতদ্ভিন্ন 'সখী,' 'প্রেমের কথা' গ্রন্থেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা আছে। তাঁহার সাহিত্যে অধিকার যে কি বিশাল, তাহা প্রত্যেক সমালোচনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে এমন সমান অধিকার অতি অল্প সমালোচকের মধ্যে দেখা যায়। তিনি নানা সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাঁহার বিশেষ ঝোঁক সেক্সপীয়ার ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর দেখা যাইত। অধুনাতন ইবসেন্, বার্ণার্ড-শ, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির কথা তাঁহার নিকট উল্লেখ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তিনি সাহিত্যরসে সেক্সপীয়ারের উপর কাহাকেও কোনদিন স্থান দেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। স্থানে অস্থানে প্রেমের পসার দেখিয়া তিনি চক্ষুরোগের ব্যবস্থা খুঁজিয়াছেন। সাহিত্যে গণিকাতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। যখন এই অনাচার 'নারায়ণ' পত্রে প্রথম আরম্ভ হয়, তখন তিনি 'ডালিম' গল্পের উত্তরে 'মস্কট' গল্প লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু কি জানি, কি কারণে তাহা প্রকাশ করেন নাই। সাহিত্যে অনাচার দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিকট রুচিবাগীশও ছিলেন না। ভাষা-সংস্কার প্রবন্ধে তিনি রুচিবাগীশদের প্রতি যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যপ্রিয় অনেকেই ভুলেন নাই। এই প্রবন্ধে তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার পর আর ছাপান নাই। ইহার মূলে একটু ইতিহাস ছিল; সে অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা করিলাম না।

আমার মনে হয়, সকল বিষয়ে তিনি মধ্যম পথ (golden mean) অবলম্বন করিয়া চলিতেন। কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মে, কি

সমাজে, কি রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে একটি মাঝামাঝি পথ ধরিয়া চলিতে দেখিয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সংঘাতকালে এইরূপ একটা সামঞ্জস্য (compromise) রাখাই চিন্তাশীলতার লক্ষণ। তিনি চলিতভাষা বনাম সাধুভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিতেন ; বানান, সমাস, সংস্কৃতজ শব্দে সংস্কৃত বানান রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন, শ্লীল ও অশ্লীল বিচারেও এইরূপ একটা সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী ছিলেন। উৎকটরুচিবাগীশতা বা বেপরোয়া বিপর্য্যয় কাণ্ড এই দুই-ই তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

সাহিত্য সমালোচনায় তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, রসরচনায় তিনি সেইরূপ সুনিপুণ ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে যেরূপ, কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত সেইরূপ সরস পরিহাসপটুতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। কেবল তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত গল্প করিবার লোভে আমরা অনেক ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই অধ্যাপকগণের গৃহে আসিয়া বসিতাম। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেটি তাঁহার অপর মৌলিক দান। তাঁহার রসিকতার মধ্যে একটা মার্জ্জিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। এই রসিকতা শ্লেষপূর্ণ বা বিদ্রূপাত্মক ছিল না—ইহা সম্পূর্ণতঃ শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত (intellectual)। ললিতবাবুর যে রসিকতা (humour), তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে নানা সাহিত্যে বিশেষ অধিকার থাকার প্রয়োজন। বিশেষভাবে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ভাল ভাল গ্রন্থের সহিত পরিচয় না থাকিলে তাহার সূক্ষ্ম রস হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, মার্কপ্যাটিসন মিল্টন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা ললিত বাবুর রসরচনা সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাঁহার রচনা সুন্দর

ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা পাণ্ডিত্যের প্রমাণস্বরূপ (test of scholarship)। রস-রচনায় তিনি তিনজন ইংরাজ গ্রন্থকারকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন—ল্যাম্ব, ষ্টিভেন্‌সন্ ও ষ্টার্ণ; কিন্তু ল্যাম্বই তাঁহার বিশেষ আদর্শস্বরূপ ছিলেন। অনেকেই অনুযোগ করিতেন যে, ললিতবাবু অতবড় পণ্ডিত হইয়া, গরুর গাড়ী, পাণ, ভোজন সাধন প্রভৃতি সামান্য রচনায় তাঁহার প্রতিভার অবমাননা করিলেন। তাঁহার মুখ হইতেই ইহার উত্তর পাইয়াছিলাম যে, সামান্য বিষয় লইয়া যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার প্রমাণ ল্যাম্ব এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ ল্যাম্বের Dissertation on Roast pigএর উল্লেখ পূর্ব্বক বলেন যে, এত ছোট বস্তু লইয়াও Lamb কি অদ্ভুত সাহিত্য-সৃষ্টিই না করিয়াছেন। সত্যই ললিত বাবুকে বাঙ্গালা সাহিত্যের চার্লস ল্যাম্ব বলা যায়—সেই রীতিতে লেখা, সেই পাণ্ডিত্য, সেই সেক্সপীয়ারপ্রীতি, সেই রহস্যের ভাব (mystification) সমস্তই ললিতকুমারে বর্ত্তমান। তাঁহার রসরচনায় ইন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের কশাঘাত নাই, রবীন্দ্রনাথের তীব্রতা নাই, দীনবন্ধুর বন্ধুর ভাব (roughness) নাই, বা ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুত (old and grotesque) রস নাই—ইহার মধ্যে কেবল 'পাণ্ডিত্যের স্মিতশোভা বিরাজমান। তিনি যেরূপ হাসিতে হাসিতে পড়াইতেন, আবার সেইরূপ সরস হাস্যরসের সহিত শিক্ষা দিতেন; প্রমাণ তাঁহার 'ব্যাকরণ বিভীষিকা,'—তিনি ব্যাকরণের বিভীষিকা উড়াইয়া দিয়া কি সরসভাবে যে ব্যাকরণসমস্যার সমাধান করিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্যাকরণ-বিভীষিকায় তাঁহার ক্ষমতা যে কি অসাধারণ ছিল, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে, তাঁহার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল—শিক্ষার সহিত আনন্দ-দান এবং আনন্দের সহিত শিক্ষাদান। এই আনন্দের সহিত শিক্ষাদানের

উদ্দেশ্যে তিনি 'ছড়া ও গল্প,' 'আহ্লাদে আটখানা' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে যে দিন 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে সভাগৃহ প্রতি মিনিটে হাস্যরোলে বিকম্পিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদকতায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে যে সকল সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইত, পূর্ণিমা-সম্মিলনে যে আনন্দের উৎস খুলিত, কলিকাতায় আর সে দৃশ্য এখন দেখা যায় না। ললিত বাবু যে কয়টি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে যেরূপ লোকসমাগম হইত ও যে ভাবে পরে আলোচনা চলিত, সে ভাবের সভা এখন অতি বিরল। এক্ষণে রাজনীতির খোলকরতালে সহর মশগুল, সাহিত্যের বৈঠক এখন আর জমে না।

সাহিত্যের বৈঠক গড়িয়া তোলাতেও ললিত বাবুর একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। পূর্ব্বে প্রায় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রত্যেক বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন এবং বহু সাহিত্য-সভায় যোগদান করিতেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহে প্রায় সাহিত্য-রথিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া নানারূপ সাহিত্য আলোচনা করিতেন; অধ্যাপক ললিতকুমারও তথায় উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্য তাঁহাকে বহু সময় আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি; তিনি রামেন্দ্র-সুন্দরকে friend, philosopher, guide মনে করিতেন। আমাদের কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ তাঁহার উদ্যমে ও অন্যান্য সহকর্ম্মীর সাহচয্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমাসে সকল অধ্যাপক মিলিত হইয়া নানা আলোচনা করিবেন ও পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবেন, ইহাই ছিল সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। এই সমিতির অধিবেশনে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইহার প্রধান আকর্ষণ

ছিল ললিতবাবুর প্রবন্ধ-পাঠ। তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত, পূর্ব্বে তাহা অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে পঠিত হইত। নূতন লেখকদিগকে তিনি উৎসাহ পরামর্শ দিয়া লেখাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, অধ্যাপকের জীবনে একটা hobby বা ঝোঁক থাকা মন্দ নহে। এ কার্যে সকলকেই কিছু পড়াশুনা করিতে হয় কিন্তু ইহার সহিত যদি একটু লেখার চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে এই পড়াশুনা পূর্ণতা লাভ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককেও তিনি 'সহজিয়া,' 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য,' সাহিত্য-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ সাহার্য্য করিয়াছিলেন। কোন কোন প্রবন্ধ তিনি সংশোধন পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধ-লেখকদিগকে যেরূপ উৎসাহদান করিতেন, তাহাতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া ললিতবাবুকে না শুনাইতে পারিলে কেহই আনন্দ লাভ করিতেন না।

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি আমাদিগের 'গুরূণাং গুরুতমঃ' ছিলেন—আমরা অনেকেই তাঁহার শিষ্যের শিষ্যস্বরূপ ছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা ছোটবড়'র ভেদ কোন দিন বুঝিতে পারি নাই। তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন ও সমানভাবে কথা কহিতেন, পরিহাস-বিদ্রূপ করিতেন অথচ তাঁহার নিকটে আমরা বালকের ন্যায়। তিনি আমাদের সকল কার্য্যে সহায়, সুহৃদ্ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ন্যায়-নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি, সত্য-প্রিয়তা ও সহানুভূতির জন্য তিনি সকল সহকর্ম্মীর একান্ত প্রিয় ও আত্মীয় হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তার জন্য সময় সময় তাঁহাকে অপ্রিয় ও কঠোর হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য কখন তাঁহার মধ্যে সহৃদয়তার অভাব দৃষ্ট হয় নাই। আমরা তাঁহাকে হারাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পরম আত্মীয় হারাইয়াছি।

তিনি আমাদের সহিত কিরূপ ভাবে পরমাত্মীয়ের মত মিশিতেন, কিরূপ ভাবে আপনার করিয়া লইতেন, অনেকে তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। আমি যখন বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপকতা-কার্য্যে প্রথম নিযুক্ত হই, সেই মাসের অধ্যাপক-সঙ্ঘের অধিবেশনে তিনি আমায় বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন—"আমি বাঁড়ুয্যে ও আপনি মুখুয্যে, আমরা পাল্টী ঘর।" আমি বলিলাম,—"আপনি নিকষ কুলীন," —বাস্তবিক পাণ্ডিত্যের নিকষে তিনি খাঁটী সোনা, তাঁহার পার্শ্বে আমি খাদ বা মেকী মাত্র। এরূপভাবে আমাদের ন্যায় বয়ঃকনিষ্ঠেরও সহিত কত বিদ্রূপ-উপহাস চলিত! কোন পুস্তক পড়িয়া ভাল লাগিলে, তিনি কলেজের অন্যান্য অধ্যাপককে তাহা পড়িতে দিতেন এবং পরে সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি এই ভাবে তাঁহার নিম্নতন সহকর্ম্মিবর্গকে গড়িয়া তুলিতেন। কোন পুস্তক অধ্যাপনার জন্য কেহ তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিলে, তিনি আপনার সংগৃহীত পুস্তক ও আপনার লিখিত মন্তব্য ও টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া পাঠকার্য্যের সহায়তা করিতেন। একাধারে তিনি আমাদিগের গুরু ও সুহৃদ্ ছিলেন—কথাবার্ত্তায়, হাস্য-পরিহাসে, সাহিত্য-আলোচনায়, সামাজিক প্রসঙ্গে, লোকচরিত্র-বিশ্লেষণে, শিক্ষাসংক্রান্ত আলাপে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক-'গোষ্ঠি' সজীব করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কোন সময় তিনি বয়সের পার্থক্য না মানিয়া আমাদের সহিত অনেক সরল কথার অবতারণা করিতেন, এজন্য কেহ কেহ, বিশেষতঃ প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয় সামান্য বিরূপ হইতেন। তাহার উত্তরে ললিত বাবু হাসিয়া বলিতেন—এ সকল রসিকতা নষ্ট হইবে, ইহাদেরও কিছু দেওয়া চাই, এবং এই বলিয়া তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিকট যে সকল গল্প শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিতেন।